বিশ্ব পরিস্থিতি ও ইসলাম

আবুল আসাদ

বিশ্ব পরিস্থিতি ও ইসলাম

[২ অক্টোবর '৯২ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী কর্তৃক আয়োজিত সেমিনারে পঠিত প্রবন্ধ]

আবুল আসাদ

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী ঢাকা

www.pathagar.com

বিশ্ব পরিস্থিতি ও ইসলাম

আবুল আসাদ

প্রকাশক ঃ

আবদুস শহীদ নাসিম
পরিচালক
সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রির্সাচ একাডেমী
৪৯১/১ এলিফ্যান্ট রোড, বড়মগবাজার, ঢাকা–১২১৭
ফোন ঃ ৮৩১২৯২

প্রকাশকাল ঃ
২ অক্টোবর, ১৯৯২ইং

মুদ্রণে ঃ
আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩ এলিফ্যান্ট রোড
মগবাজার, ঢাকা–১২১৭

মূল্য ঃ ৪·০০ টাকা মাত্র

www.pathagar.com

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

বিশ্ব পরিস্থিতি ও ইসলাম

মানব জীবন আজ বিশ্ব ইতিহাসের পালাবদল চিহ্নিত এক ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। মুসলমানদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পতনের পর ইউরোপের শিল্প বিপ্লব এবং রেনেসাঁ যে মতবাদগুলোর জন্ম দিয়েছিল এবং ধর্মের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহের সৃষ্টি করেছিল তার আজ বিদায় ঘটছে। মধ্যম পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র বিলোপ, দূর পাল্লার কৌশলগত ক্ষেপণাস্ত্র হ্রাস চুক্তি স্বাক্ষর, সোভিয়েত নেতৃত্বাধীন কমিউনিস্ট ব্লক ও কমিউনিজমের পতন, ঠান্ডা যুদ্ধের অবসান এবং সোভিয়েত মার্কিন সহযোগিতার নতুন যাত্রা সংঘাত বিমুক্ত ও শান্তিপূর্ণ এক বিশ্বের অবয়ব আমাদের সামনে তুলে ধরছে। কিন্তু তার পাশেই আমরা আবার পালাবদলের ওপারে নতুন সংঘাতের বীজ উপ্ত হয়ে উঠতে দেখছি। প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের পর নতুন রাজনৈতিক বিন্যাসের অধীনে এমন একটা শান্তি ও সহযোগিতার বিশ্ব আমরা দেখেছিলাম। কিন্তু তিরিশের মন্দা সবই ওলট পালট করে দিয়েছিল। বলা হয় দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের কারণ যতটা না রাজনৈতিক, তার চেয়ে বেশী ছিল অর্থনৈতিক। কথাটা মিথ্যে নয়। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের ভয়াবহ ধ্বংস লীলা ছিল আজকের শিল্পোন্নত বিশ্বের সমৃদ্ধির বুনিয়াদ। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনমূলক মার্শাল পরিকল্পনা ছিল পশ্চিমী পুঁজির জন্য এক সঞ্জীবনী শক্তি। আমি মনে করি ঠান্ডা যুদ্ধোত্তর আজকের আপাত শান্তির বিশ্বটা ধীরে ধীরে এক অর্থনৈতিক যুদ্ধের দিকে এগুচ্ছে। তিরিশের মন্দা আর কেউ চায় না। চায়না বলেই বাঁচার চেষ্টা, পুঁজি রক্ষার চেষ্টা এক অর্থনৈতিক যুদ্ধ অপরিহার্য করে তুলবে। আর এ অর্থনৈতিক যুদ্ধ সংঘটিত হবে রাজনৈতিক সংঘাতের মোড়কে। এ রাজনৈতিক সংঘাত হবে ঠান্ডা যুদ্ধের চেয়েও বিস্তৃত ও জটিলতর এবং দীর্ঘতরও। ঠান্ডা যুদ্ধের বিপরীত পক্ষে ছিল কমিউনিজমের আদর্শ। আর ভাবী সংঘাতের এক পক্ষে থাকবে ইসলামের আদর্শবাদ যা পতনের শেষ তল থেকে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদীর মত মুজাদ্দিদদের চেষ্টায় আজ শুধু পুনরুজ্জীবিত নয়, ভাবী আদর্শিক লড়াই-এর যে কোন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সে সমর্থ হয়ে উঠছে। বিশ্ব রাজনৈতিক অংগনের এই মতবাদিক লড়াইয়ের বিপরিত পক্ষে থাকবে কে? অনেকেই আসতে পারে। তবে মুখ্য পক্ষ

www.pathagar.com

হিসাবে আসছে পুঁজিবাদের চৌকিদার তথাকথিত 'লিবারেল ডেমোক্রেসী' নামক নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা যার নেতৃত্ব দিতে চাচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অথবা একটি সংযুক্ত পশ্চিম।

আমার এই মেরুকরণের মধ্যে আঁৎকে ওঠার মত কিছুই নেই। পঞ্চদশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতকের মধ্যে ইসলামের দাবী পূরণে অক্ষম মুসলমানদের সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পতনের পর রাজনৈতিকভাবে বিজয়ী শোষণ–নিপীড়ণমুখী খৃষ্ট ধর্মকে সরিয়েই আজকের উদারনৈতিকতাবাদের পোষাক পরা ধর্মহীন ও ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রতত্ত্বের উত্থান, যার গোড়ায় রয়েছে নিরেট বস্তুবাদ। নতুন বিশ্ব পরিস্থিতির গতি–প্রকৃতি নিয়ে আমাদের আলোচনা আমরা আধুনিক ইতিহাসের এই আদি পর্ব থেকেই শুরু করতে পারি।

আধুনিক যুগের যাত্রালগ্ন অর্থাৎ অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধ পর্যন্ত ইউরোপীয় সমাজ ব্যবস্থায় গির্জার অধীন স্বেচ্ছাচারী রাষ্ট্র ব্যবস্থা জটিল ও অসহনীয় আর্থ–সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি করে। চতুর্দশ শতক থেকে সপ্তদশ শতক পর্যন্ত শুধুমাত্র বিজ্ঞান ও স্বাধীন জ্ঞানচর্চার অপরাধে যাজকতন্ত্র পঁয়ত্রিশ হাজার লোককে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করে। জ্ঞান ও বিজ্ঞানের স্বর্ণশিখরে আরোহণকারী মুসলিম সভ্যতার শিখা তখন নির্বাপিত প্রায়। উল্লেখ্য, ৭৫০ খৃষ্টাব্দ থেকে ১১শ' খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত জ্ঞান–বিজ্ঞান ও সভ্যতার সকল শাখায় মুসলমানদের একক বিচরণ ছিল। ১১শ' খৃষ্টাব্দের পর ইউরোপ প্রথম বারের মত এই ক্ষেত্রে ভাগ বসাতে শুরু করে। ১১শ' খৃষ্টাব্দ থেকে ১৩শ' ৫০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়ে জ্ঞান–বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নেতৃত্ব মুসলমান ও ইউরোপের মধ্যে ভাগাভাগি হয়েছে। ১৩শ' ৫০ খৃষ্টাব্দের পর মুসলমানরা হারিয়ে যায় জ্ঞান–বিজ্ঞান ও সভ্যতার ক্ষেত্র থেকে। পঞ্চদশ শতকের শেষে স্পেন মুসলমানদের হাতছাড়া হয়ে যায় এবং ধীরে ধীরে অন্ধকারে ডুবে যায় মুসলিম বিশ্ব। এ কারণেই খৃষ্টান চার্চের অধীনে রাষ্ট্রীয় স্বেচ্ছাতন্ত্রের মাধ্যমে যে অসহনীয় আর্থ–সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হয়, তার সমাধানে ইসলাম কোন ভূমিকা রাখতে পারেনি। কিন্তু সমাধান তো অবশ্যই একটা চাই। মানুষের জাগরিত চেতনা এর গতিশীল কর্মস্পৃহা সমস্যা বুকে আঁকড়ে বসে থাকতে পারে না। তাই হয়েছে। যাজকতন্ত্রের প্রতিক্রিয়া হিসাবে এসেছে উদার নৈতিকতাবাদ। ওরা এসে যুক্তি ও বস্তুর বাইরের সবকিছুকে অস্বীকার করল। ধর্মকে আবদ্ধ করলো চার দেয়ালের মধ্যে। উদার নৈতিকতাবাদ থেকে জন্ম হলো ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ। ইউরোপের উদার নৈতিকতাবাদের সয়লাব গোটা পৃথিবীতেই বইল। তবে এই প্রভাব আফ্রিকা ও এশিয়ার ইউরোপীয় কলোনীগুলোতে সুস্পষ্টভাবে অনুভূত হলো তারা স্বাধীন

www.pathagar.com

হবার পর। বিপুল সংখ্যক মানুষ উদার নৈতিকতাবাদের ভালো দিকের (যেমন গণতন্ত্র) চাইতে ধর্মহীনতা, ধর্মনিরপেক্ষতা, বস্তুবাদ, জাতীয়তাবাদ ইত্যাদিই গ্রহণ করলো বেশী।

উদার নৈতিকতাবাদের নীতি-নৈতিকতা ও মূল্যবোধহীন বস্তুবাদী সমাজচিন্তা এবং পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থা একটা পরিবর্তন আনল বটে, কিন্তু মানুষের আর্থ-সামাজিক সমস্যার জটিলতা দূর করতে পারলো না। বরং স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচারিতা এবং স্বাধীন পুঁজিগঠনের নামে পুঁজিবাদী শোষণকে উৎকট করে তুলল। এরই প্রতিক্রিয়া হিসেবে এল সমাজবাদ এবং কমিউনিজম। পুঁজির স্বাধীনতা হরণ শুধু নয়, সবার হাত শূন্য করে সব পুঁজি নিয়ে গিয়ে জমা করা হলো রাষ্ট্রের হাতে। পুঁজির স্বাধীনতা হরণের সাথে সাথে মানুষের সামাজিক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, প্রভৃতি সকল স্বাধীনতাই হরণ করা হলো। পেট ভরানোর নামে মানুষের গলায় পরানো হলো সার্বিক পরাধীনতার শৃংখল। কিন্তু পেট ভরলো না মানুষের বরং রেশন দোকানে লাইন দেয়ার মত অব্যাহত নানা দুর্ভোগে তারা অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। সব মিলিয়ে সমাজতান্ত্রিক ও কমিউনিস্ট দেশগুলোতে ঘটল প্রচন্ড গণবিস্ফোরণ। তাসের ঘরের মত ধ্বসে পড়ল কমিউনিস্ট সাম্রাজ্য।

পুঁজিবাদী শোষণ-নীপিড়নের প্রতিক্রিয়া থেকে সৃষ্টি হয়েছিল সমাজবাদ ও কমিউনিজম। সমাজবাদ ও কমিউনিজমের শোচনীয় ব্যর্থতার পর আবার সকলে আজ পুঁজিবাদেই প্রত্যাবর্তন করছে। অবশ্য এ্যাডামস স্মিথ ও ডেভিড রিকার্ডোর আমলের সেই অন্ধ ও শোষনধর্মী পুঁজিবাদ এখন নেই। শ্রমিক আন্দোলনের বিকাশ এবং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার উন্মেষের ফলে পুঁজিবাদ অনেক কল্যাণধর্মী হয়ে উঠেছে। তবু পুঁজিবাদী শোষণ-বঞ্চনার তুলনায় এই কল্যাণ অনেক নগণ্য। উন্নয়ন ও সম্পদের স্বর্গভূমি বলে কথিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অন্যায় ও অশুভ প্রতিযোগিতায় পরাজিত হয়ে, পুঁজিবাদী অর্থনীতির অভিশাপ মাথায় নিয়ে প্রতি বছর শত শত কৃষি ফার্ম ও ডজন ডজন ব্যাংক দেউলিয়া হচ্ছে। পুঁজিবাদী দেশগুলোতে সম্পদের জৌলুস ও উম্মাদনার আড়ালে ক্ষুধার্তের কান্না নিদারুণভাবে চাপা পড়ছে। ইসলাম ছাড়া এদের এই কান্না মুছাবার আর কেউ নেই এই দুনিয়ায়। তবে পুঁজিবাদ আজ শুধু এক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই নয়, পুঁজিবাদ আজ এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্র ও সামরিক শক্তির মালিক। মুক্ত অর্থনীতির নামে, বাজার অর্থনীতির নামে, গণতন্ত্রের নামে, মানবতার নামে পশ্চিমী রাষ্ট্রশক্তি অপ্রতিদ্বন্দ্বী সামরিক শক্তির সুবিধা নিয়ে এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা চাপিয়ে দেবার জন্য আজ ছুটে আসছে। এই সাম্রাজ্যবাদের নাম দিয়েছে তারা নতুন

www.pathagar.com

বিশ্ব–ব্যবস্থা।

এই নতুন বিশ্ব ব্যবস্থাকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের র‍্যান্ড করপোরেশনের সাবেক গবেষক এবং মার্কিন ষ্টেট ডিপার্টমেন্টের অন্যতম পলিসি প্ল্যানিং ষ্টাফ ঐতিহাসিক ফ্রান্সিস ফকুয়ামা তাঁর বিশ্বজোড়া বহুল আলোচিত প্রবন্ধ 'The End of History' তে 'লিবারেল ডেমোক্রেসী' বলে অভিহিত করেছেন। এই লিবারেল ডেমোক্রেসীকে তিনি সামনের পৃথিবীর একমাত্র জীবন ব্যবস্থা বলে অভিহিত করেছেন। পাশ্চাত্যের অনেক পন্ডিত লিবারেল ডেমোক্রেসীর পথকে কুসুমাস্তীর্ণ মনে করেন না, কিন্তু তাঁরা একে আজকের পৃথিবীর আদর্শ জীবন ব্যবস্থা বলেই মনে করেন। ফ্রান্সিস ফকুয়ামার মতে কমিউনিজমের পতনের সাথে সাথে লিবারেল ডেমোক্রসীর প্রতিদ্বন্দ্বী সব ব্যবস্থা পদ্ধতিই শেষ হয়ে গেছে। তিনি বলেন, 'পাশ্চাত্য ও পাশ্চাত্য চিন্তাধারার বিজয় প্রমাণ করছে যে, পশ্চিমী উদার নৈতিকতারবাদের প্রতিদ্বন্দ্বী সব ব্যবস্থাই আজ খতম হয়ে গেছে।' শুধু তাই নয়, তিনি বলছেন, "what we may be witnessing is not just the end of the cold war, or the passing of a particular period of post-war history, but the end of history as such, that is, the end point of mankinds ideological evolution and the universalization of Western Liberal democracy" অর্থাৎ "আমরা যে সময়টা দেখছি তা শুধু ঠান্ডা যুদ্ধের সমাপ্তি কিংবা যুদ্ধোত্তর ইতিহাসের অপসৃতিই নয়, আমরা দেখছি ইতিহাসের সমাপ্তি। অন্য কথায় আমরা দেখছি মানবজাতির আদর্শিক বিবর্তনের শেষ প্রান্ত সীমা এবং দেখছি পশ্চিমী লিবারেল ডেমোক্রাসির বিশ্বজনীনতা।" ফ্রান্সিস ফুকুয়ামা এখানে মানুষের সকল আদর্শিক চাহিদার সমাপ্তি টেনে সব ধর্মের বিকল্প হিসেবে লিবারেল ডেমোক্রেসিকে পেশ করেছেন। তিনি বলতে চেয়েছেন, ধর্মের ব্যর্থতার পটভূমিতেই যেহেতু উদার নৈতিকতাবাদের জন্ম এবং যেহেতু ধর্মকে পরাজিত করেই উদার নৈতিকতাবাদের উত্থান, তাই ধর্ম কোনভাবেই উদার নৈতিকতাবাদের বিকল্প হতে পারে না। অবশ্য ফ্রান্সিস ফকুয়ামা ইসলামকে গণনার মধ্যে এনেছেন, কিন্তু তাঁর মতে লিবারেল ডেমোক্রেসীর বিকল্প হবার মত বিশ্বজনীনতা ইসলামের নেই। তিনি বলছেন, "In the contemporary world only Islam has offered a theocratic state as a political alternative to both liberalism and communism. But the doctrine has little appeal for non-Muslims and it is

www.pathagar.com

hard to believe that the movement will take any universal significance." অর্থাৎ "আজকের সমসাময়িক বিশ্বে একমাত্র ইসলামই কমিউনিজম ও উদার নৈতিকতাবাদের রাজনৈতিক বিকল্প হিসেবে ধর্মরাষ্ট্রের রূপরেখা পেশ করেছে। কিন্তু অমুসলিমদের কাছে এই আদর্শের খুব কমই গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে এবং এটা বিশ্বাস করা খুব কঠিন যে, এই আন্দোলনটির কোন বিশ্বজনীন তাৎপর্য আছে।" এই উক্তি শুধু ফকুয়ামার নয়, পশ্চিমের পন্ডিতরা সাধারণভাবে এটাই আজ মনে করছেন। এইভাবে তারা এই উপসংহারে পৌছেছেন যে, নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা হিসেবে লিবারেল ডেমোক্রেসী এবং এর অংগ হিসেবে মুক্ত অর্থনীতির নামে পুঁজিবাদ বিশ্বজয় করতে যাচ্ছে এবং ধর্মসহ অন্যসব ব্যবস্থার ইতি ঘটছে।

লিবারেল ডেমোক্রেসীর এ পাশ্চাত্য দেশীয় পন্ডিতরা আমার মতে এখনও অষ্টাদশ শতকে দাঁড়িয়েই বিশ্বটাকে অবলোকন করছেন। সেসময় উদার নৈতিকতাবাদকে তারা যে দৃষ্টিতে দেখেছেন, ধর্মকে যেভাবে অবলোকন করেছেন এবং সমাজের যে রূপ তখন তাদের সামনে ছিল, এখনও তারা এ সব কিছুকে সেই দৃষ্টিতে দেখছেন। এখন প্রশ্ন হলো, বিশ্বের কাছে বিশেষ করে পাশ্চাত্য জনগণের কাছে কথিত ঐ উদার নৈতিকতাবাদ এবং ধর্ম কি সেই আগের অবস্থায় এখনও আছে? এর সহজ উত্তর, না সে অবস্থায় নেই। আসলে পাশ্চাত্যের ফকুয়ামা টাইপ পন্ডিতরা তাদের সমাজের দিকে তাকান না। তাকালেও দেখেন আকাশ স্পর্শী প্রাসাদ, তার ভেতরের মানুষ কেমন তা দেখেন না। তাঁরা দেখেন পোশাকের চাকচিক্য, ফ্যামিলি বাজেট, বাজার দর, কিন্তু মানুষের হৃদয়ে তাঁরা উঁকি দেন না। উঁকি দিলে তাঁরা দেখতেন, অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত গির্জা যে নির্যাতন করেছে তার সীমা ছিল মানুষের দেহ পর্যন্ত, কিন্তু তথাকথিত উদারনৈতিকতাবাদের নির্যাতন মানুষের হৃদয়-মনকেই নিঃশেষ করে দিয়েছে। সেখানে এক একটি মানুষ আজ বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মত, শেকড়হীন জড় পদার্থ যেন তারা। তাদের বর্তমানটা হতাশায় ভরা, তাদের ভবিষ্যত বলতে কিছু নেই। সব হারিয়ে তারা এখন অতীতমুখী। বস্তবাদী উদারনৈতিকতার শোষণে নিমজ্জিত থেকে অতীতের স্মৃতিচারণের মধ্যে আজ তারা সান্ত্বনা খুঁজছে। খ্রীশ্চান সাইন্স মনিটর-এ 'One man Search for values' শীর্ষক নিবন্ধে জেন ফিলিপ লিখছেন, "You hear a lot of talk about American values these days. A lot of reference to the 'good old days' When you could trust people, to that by gone era when you could rely on the quality of

www.pathagar.com

American products, look to the media for enriching entertainment, have friends over for a game of charads and lively conversation. 'People just don't care any more' is aphrase as common as apple pie. 'People never think about anyone but themselves' or 'People don't even go out anymore they are all home, glued to the tube' are observations frequently heard in casual conversatoin." মিঃ জেন–ফিলিপ আমেরিকানদের মানস–সন্ধানে আমেরিকার পথে–প্রান্তরে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়িয়েছেন। প্রশ্ন করেছেন মানুষকে জীবন, জগৎ ও সমাজ সম্পর্কে। উত্তর যা পেয়েছেন তা এইঃ I don't know answer to that, no one's ever asked me before how would I know? আমেরিকান জীবন সম্পর্কে জেন–ফিলিপ এর উপসংহারঃ 'Americans are living in a society Where people have stoped asking each other question that matter. Where days, and weeks can pass and even family member's don't know what each other is thinking or feeling. Where conversations about their beliefs, their dreams and their fears are preempted by a superficial pop culture. How do they form their conscience on social issues without mingl ing their thoughts with others, listening for distinctions, strdching their opinion? How do they sustain their relationships when they bring so little of themselves to the table?'

আমেরিকার এই জীবন–চিত্র গোটা পশ্চিমের। বস্তুবাদী উদারনৈতিকতা মানুষের বহিরাংগ পালিশ করে ভেতরের সব কিছু কেড়ে নিয়েছে। অর্থ–পরিচয়হীন জীবনের ভারে তারা আজ কুব্জ। তৃতীয় বিশ্বের কিছু দেশ যেমন ঋণের ভার বাড়িয়ে ঋণ পরিশোধের চেষ্টা করছে, তেমনি পাশ্চাত্য মানুষ আজ তাদের সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে সমস্যার পাঁকে তলিয়ে যাচ্ছে। কুমারী মাতার উদ্বেগজনক হার কমাতে গিয়ে তারা স্কুলে জন্ম নিয়ন্ত্রণ উপরকণের দোকান খুলছে। হতাশা ও বিচ্ছিন্নতার মোকাবিলা করতে গিয়ে তারা ড্রাগসেবী হয়ে নিজেদের ধ্বংসের পথে ঠেলে দিচ্ছে। এইভাবে বস্তুবাদী উদারনৈতিকতা

যখন পাশ্চাত্য মানবতাকে ধ্বংস করছে, যখন পাশ্চাত্যের মানুষ সিন্দাবাদের এ ভূতকে ঘাড় থেকে নামানোর পথ তালাশ করছে, তখন ফ্রান্সিস ফকুয়ামার মত পাশ্চাত্য পন্ডিতরা বস্তুবাদী উদারনৈতিকতা তথা লিবারেল ডেমোক্রেসীকে দুনিয়ার জন্যে সর্বরোগ হরা মহৌষধ সাজাচ্ছেন। এই জন্যেই বলছিলাম এঁরা অষ্টাদশ শতকে দাঁড়িয়েই আজও সবকিছু অবলোকন করেছেন।

তাঁরা যাই বলুন, আসলেই বস্তুবাদী উদারনৈতিকতার দিন শেষ হয়ে গেছে ঠিক কম্যুনিজমের মতই। জাপানের কায়োটস্থ 'ইন্টারন্যাশনাল রিসার্চ সেন্টার ফর জাপানীজ স্টাডিজ–এর ডাইরেক্টর জেনারেল এবং আজকের জাপানের সবচেয়ে সম্মানিত দার্শনিক তাকেশি উমেহারা পশ্চিমী উদারনৈতিকতাবাদের মৃত্যুপথ যাত্রার খবর দিয়ে বলছেন, "Modernism has already Played itself out in principle. Accordingly, societies that have been built on modernism are destined to collapse. Indeed, the total failure of Marxism- warped side current of modernist society was only the precursor to the collapse of western liberalism, the main current of the modernity. Far from being the alternative to failed marxism and the reiging ideology 'at the end of history', liberalism will be next domino to fall. Modernism as world view is exhausted and now even constitutes a danger to mankind...." অর্থাৎ 'আধুনিকতা নীতিগতভাবে ইতিমধ্যেই শেষ হয়ে গেছে। ফলশ্রুতি হিসেবে আধুনিকতার উপর ভিত্তি করে যে সমাজ বিনির্মিত হয়েছে তারও ধ্বংসের আয়োজন সম্পূর্ণ। আধুনিক সমাজেরই একটা অংশ মার্ক্সবাদের চূড়ান্ত ব্যর্থতা পশ্চিমী উদার–নৈতিকতাবাদেরও মৃত্যু ঘন্টা ধ্বনিত করেছে। কথিত 'ইতিহাসের সমাপ্তি পর্বে' ব্যর্থ মার্কসবাদ ও অন্যান্য বহমান আদর্শের বিকল্প হওয়ার অনুপযুক্ত উদার নৈতিকতাবাদের পতন পরবর্তী ইস্যু হিসেবে সামনে আসছে। বিশ্ব ব্যবস্থা হিসেবে আধুনিকতাবাদ ফুরিয়ে গেছে এবং এমনকি এখন তা আজ মানবতার জন্যেবিপজ্জনক।"

কম্যুনিজমের সাথে সাথে বস্তুবাদী উদারনৈতিক সমাজ ব্যবস্থার এই ব্যর্থতা, পাশ্চাত্য সমাজের বিস্ফোরণোন্মুখ পরিস্থিতি এবং সেই সাথে সাধারণভাবে ধর্মীয় আদর্শবোধের উত্থান প্রমাণ করছে, বিশ্ব ব্যবস্থা এক বড় রকমের পালা বদলের মুখোমুখি। তথাকথিত উদারনৈতিকতাবাদ, অন্য কথায়

www.pathagar.com

ধর্মহীন ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী গণতন্ত্র ও সমাজ চিন্তার অক্টোপাস থেকে মুক্তি লাভের জন্যে মানবতা আজ আর্তনাদ করছে। এখন প্রশ্ন হলো, বিপজ্জনক এই মতবাদের কবল থেকে মানুষকে মুক্ত করার জন্যে কে এগিয়ে আসবে? কোন্ মতবাদ নেতৃত্ব দেবে সামনের পৃথিবীকে? এক কথায় এর উত্তরঃ পৃথিবীর সর্বশেষ খোদায়ী জীবন বিধান এবং আজকের পৃথিবীতে অক্ষতভাবে অবশিষ্ট একমাত্র ধর্ম ইসলামই যোগ্যতা রাখে এই সংকট থেকে মানবতাকে মুক্ত করার।

জাপানী দার্শনিক তাকেশী উমেহারাও বলছেন, প্রাচ্য দেশীয় কোন জীবন বিধানই পারে বিশ্ব-মানবতাকে রক্ষা করতে। তবে তাঁর মতে সে জীবন বিধানটি হলো কনফুসীয় ও বৌদ্ধ মতবাদপুষ্ট বিশেষ ধরনের সমন্বয়বাদী এক জাপানী ধারণা। তিনি বলছেন, "The new principles of the coming post modern era will need to be drawn primarily from the experience of non-western cultures, especially ancient japanese civilization." কিন্তু দার্শনিক তাকেশী উমেহারা বস্তুবাদী উদারনৈতিকতাবাদ শোষিত আজকের মানবতার সমস্যাকে যতটা সীমিত দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন, ততটা সীমিত নয়। উদারনৈতিকতাবাদের বিকল্প হিসেবে মানবতার মুক্তির জন্যে দরকার একটা পূর্ণাঙ্গ মতবাদের যা মানুষকে দেবে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিকসহ আত্ম-পরিচয় সংকটের মত মৌলিক সমস্যার সমাধান। বৌদ্ধ ও কনফুসীয় ধর্মপুষ্ট কিছু সামাজিক বিধি পূর্ণাঙ্গ মতবাদের এই দাবী পুরণ করতে পারে না, পারে একমাত্র ইসলাম। এই সত্যের স্বীকৃতি এমনকি উদারনৈতিকতাবাদীরাও অনেকে ছিচ্ছেন। Godfrey gansen তার 'Moslems and the modern world প্রবন্ধে লিখছেন, "Today Islam and the Modern western world confront and challenge each other. No other major religion possess such a challenge to the west. Not christianity, which is a part of the western world andwhich has been eaten up from within by the acids of the modernity. Not Hinduism and Buddhism, because their rediation to the west has been and is on high etereal plane. And not judaism, which is too small and tribal a faith. Not guru, no swami, no lama, no rabbi has had any impact

www.pathagar.com

on the west comparable to that exerted by the calipha, the Mahdi, and Ayatullah or by the that stereotype haunting the western imagination." অর্থাৎ ইসলাম ও আধুনিক পশ্চিমী দুনিয়া আজ পরস্পর মুখোমুখি এবং একে অপরকে চ্যালেঞ্জ করছে। আর কোন ধর্মই পশ্চিমের প্রতি এমন চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়নি। খৃষ্টধর্ম কোন চ্যালেঞ্জ হয়নি কারণ, খৃষ্টধর্ম নিজেই পশ্চিমী দুনিয়ার অংশ এবং আধুনিকতার গ্রাস তাকে ভেতর থেকেই শেষ করে ফেলেছে। হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মও চ্যালেঞ্জ নয়, কারণ পশ্চিমের কাছে তার ভাবমূর্তি আকাশচারী সংস্কারের বেশী কিছু নয়। আর ইহুদি ধর্মতো চ্যালেঞ্জেই আসে না, কারণ তা এক ক্ষুদ্র গোত্রীয় ধর্ম। 'খলিফা', 'মাহদি', 'আয়াতুল্লাহ' প্রভৃতি শব্দ পশ্চিমী চিন্তাধারাকে যেভাবে আলোড়িত করে সে তুলনায় 'গুরু' 'স্বামী' লামা' 'রাব্বি' কোন গুরুত্বই বহন করে না।"

আজকের বিশ্বের উদার নৈতিকতাবাদী শোষণের একমাত্র বিকল্প যে ইসলাম, তার কারণ উদার নৈতিকতাবাদ তার ধর্মহীনতা ও ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বংসকরী জীবাণু দিয়ে মানুষের দেহে যে ব্যাধির সৃষ্টি করেছে, তাকে শুধু ইসলামই সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করতে পারে। আজ থেকে প্রায় ৪৫ বছর আগে আজকের ইসলামী পুনর্জাগরণ আন্দোলনের দিকনির্দেশক সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী বলেছিলেন, "Contemporary civilisation takes democracy to mean sovereignty of the people, that is. the collective will of the people in their own area is absolute and independent. This will is not, in the final analysis, subservient to the law but the law is subject to its desire and the only duty of the government is that its administration should be utilised to fulfill the collective desires of the people . Now consider: first secularism freed these people from the fear of God and the grip of eternal principles and turned them into uncontrolled worshippers of self. Then nationalism stupified them with the intoxicant of national selfishness, blind prejudice and national pride. And now this democracy gives total authority of law making to the desires of the unrestrained,

www.pathagar.com

intoxicated worshippers of the self and declares the achievement of the objectives desired by these people as a whole to be the only purpose of the government. The question is in what way will the condition of the independent sovereign nation be different from that of a hoodlum. Whatever a hoodlum would do on a small scale if he were independent and strong would be done on a much larger scale by a nation of this type. Then if the world contains not merely one such nation but all the advanced nations have organized themselves on the lines of secularism, nationalism and democracy, is it surprising that the world resembles a wilderness in which wolves howl, hunt and kill? (Islami neizam aur maghribi la dini Jamhuriat' page 19,20)" মওলানা মওদূদী এখানে গণতন্ত্রের নামে মানুষের হাতে সার্বভৌম ক্ষমতা তুলে দেয়ার তীব্র সমালোচনা করে বলেছেন, আজকের সভ্যতার ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ ও জাতীয়তাবাদ মানুষকে স্বার্থপর ও স্বেচ্ছাচারী এক অনিয়ন্ত্রিত শক্তিতে পরিণত করেছে যার হাতে সার্বভৌম ক্ষমতা যাওয়ার অর্থ উচ্ছৃঙ্খল এক বন্য সমাজের পত্তন হওয়া।

আজ বিশ্ব সমাজের যে চিত্র আমরা দেখছি তা মওলানার এই কথার নিখুঁত প্রতিফলন। ধর্মহীনতা ও ধর্মনিরপেক্ষতায় দীক্ষিত এবং স্বার্থবাদী জাতীয়তা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র চিন্তায় উজ্জীবিত 'আধুনিক মানুষ' প্রকৃত অর্থে পশুতে পরিণত হয়েছে। মানুষ তার পরিচয় ভুলে গেছে। মানুষের এই পরিচয় সংকটই আজকের পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সমস্যা, এটাই মানুষের সবচেয় বড় ব্যাধি। এই ব্যাধির নিরাময় শুধু ইসলামেই রয়েছে। ইসলামের এই নিরাময় ব্যবস্থা আর কিছু নয় 'মানুষ কে?' তা মানুষকে জানিয়ে দেয়া এবং মানুষ হিসেবে তার যে লক্ষ্য, সে লক্ষ্যে তাকে উজ্জীবিত করা। মানুষের এই পরিচয় এবং তার এ লক্ষ্যই তার জীবন দর্শন তথা সমস্ত কর্মকান্ডের ভিত্তি। মাওলানা মওদূদী লিখছেন, "এই দুনিয়ায় মানুষের মর্যাদা কি? দুনিয়া বস্তুটা কি? এই দুনিয়ার সাথে মানুষের সম্পর্ক কি? মানুষ এ দুনিয়াকে ভোগ ব্যবহার করবে কিভাবে? -জীবন-দর্শন সম্পর্কিত এ প্রশ্নগুলো এমনি গুরুত্বপূর্ণ যে মানব জীবনের তামাম ক্রিয়াকান্ডের ওপরেই এগুলো গভীরভাবে প্রভাবশীল।--- দুনিয়ায় মানব জীবনের উদ্দেশ্য

www.pathagar.com

কি? মানুষের এতো ব্যস্ততা, এত প্রয়াস প্রচেষ্টা, এত শ্রম মেহনত, এতো দ্বন্দ-সংগ্রাম কিসের জন্যে, কোন অভিষ্ট লক্ষ্যের দিকে মানুষের ছুটে চলা উচিত? কোন লক্ষ্যস্থলে পৌঁছবার জন্যে আদম সন্তানের চেষ্টা সাধনা করা কর্তব্য? কোন পরিণতির কথা মানুষের প্রতিটি কাজে, প্রতিটি প্রয়াস-প্রচেষ্টায় স্মরণ রাখা উচিত? - এই লক্ষ্য ও আকাংখাগত প্রশ্নই মানুষের বাস্তব জীবন ধারাকে নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত করে থাকে আর তার অনুরূপ কর্মপদ্ধতি ও কামিয়াবীর পন্থা জীবনে অবলম্বিত হয়ে থাকে।"

সুতরাং মানুষের পরিচয় এবং তার জীবনের লক্ষ্যগত সংকট দূর হলেই বস্তুবাদী উদার নৈতিকতা মানবতার দেহে যে ক্ষত সৃষ্টি করেছে তার নিরাময় হয়ে যাবে। ব্যাধিমুক্ত মানুষ তখন অবহিত হবে এই দুনিয়াটা আল্লাহর সাম্রাজ্য এবং তারই কুদরত ও শক্তিমত্তার প্রকাশ। এখানে মানব জাতি আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োজিত। এখানে মানুষের যা আছে, তা সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের কাছে অর্পিত আমানত। এ আমানতের জন্যে একদিন মানুষকে আল্লাহর কাছে জবাবদিহী করতে হবে। অতএব মহাপরাক্রান্ত আল্লাহর নিরংকুশ ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধীনে তাঁর শেষ রাসূল মুহাম্মদ (সঃ) এর মাধ্যমে প্রেরিত আল কুরআনের আদেশ-নিষেধ মোতাবেক মানুষকে জীবন পরিচালনা করতে হবে। এই মৌল শিক্ষা-প্রশিক্ষণই মানুষকে মানুষে পরিণত করবে এবং তাকে বর্তমান সভ্যতা-সংকট থেকে মুক্ত করে তার ইহকালীন মংগল ও পরকালীন মুক্তি নিশ্চিত করবে।

আজকের বিশ্বের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হলো পেটের সমস্যা, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিরাজিত বৈষম্য ও বঞ্চনার সমস্যা। কেউ থাকছে সাত তলায় কেউ থাকছে গাছ তলায়, কেউ খাদ্য অপচয় করছে কাঁড়ি কাঁড়ি, কেউ থাকছে অভুক্ত-এই সমস্যা দুনিয়ায় আজ প্রকট। এই সমস্যা পুঁজিবাদের সৃষ্ট, কিন্তু সমাজবাদ বা কমিউনিজমও এই সমস্যার নিরসন ঘটাতে পারেনি। পশ্চিমী সভ্যতার কাছে, পৃথিবীর মানবীয় অন্য কোন মতবাদের কাছে এই সমস্যার কোন সমাধান নেই, তথাকথিত লিবারেল ডেমোক্রেসীর কাছে তো নেই-ই। এ ক্ষেত্রেও দুনিয়ার মানুষের কাছে ইসলামই একমাত্র বিকল্প।

এই বিকল্প নিয়ে কয়েকটা কথা বলে আমি আমার আলোচনা শেষ করতে চাই।

অত্যন্ত স্বাভাবিক পথে ইসলাম আজকের মানব সমাজে বিরাজিত অর্থনৈতিক বৈষম্য বঞ্চনা যুক্তিসংগত পর্যায়ে নামিয়ে আনতে পারে। হালাল

www.pathagar.com

হারামের বিধান বাস্তবায়নের মাধ্যমে অবৈধ পুঁজি ও সম্পদের উৎস বন্ধ করে অর্থনৈতিক বৈষম্যের কমপক্ষে চল্লিশভাগ দূর করা যেতে পারে। কেউ একে আকাশচারী চিন্তা বলতে পারেন, কিন্তু বাস্তবেই এটা সম্ভব। এরপর অপরিহার্য জাকাত ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করে বৈষম্যের আরও বিশভাগ দূর করা যেতে পারে। ধনীদের খরচের উপর ইসলাম নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছে। ইসলামী বিধান অনুসারে সম্পদ কেউ অব্যবহৃত কিংবা আংশিক ব্যবহৃত রাখতে পারবে না। অব্যবহৃত অথবা আংশিক ব্যবহারের কারণে হযরত বেলাল (রাঃ)–এর বাগান হযরত ওমর (রাঃ) বাজেয়াপ্ত করেছিলেন। সম্পদ থাকলেই কেউ এর অপচয় করবে বা বিলাসিতায় ব্যয় করবে এ অধিকারও ইসলাম কাউকে দেয়নি। এ ধরনের কাজ যারা করে তাদেরকে শয়তানের ভাই বলে অভিহিত করা হয়েছে। নিশ্চয় কোন মুমিনই শয়তানের ভাই হতে চাইবেন না। খরচের উপর এই সব নিয়ন্ত্রণ আরোপ করায় স্বাভাবিকভাবেই বিত্তশালীদের হাতে সম্পদের অধিকতর সঞ্চয় ঘটবে। বিধান অনুসারে এই সম্পদ বিত্তশালীরা ফেলে রাখতে পারবে না, বিনিয়োগ করতে হবে। সম্পদের এই ব্যাপক বিনিয়োগের ফলে সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ে আয় বন্টনের পরিধি বাড়বে। তাছাড়া শুধু বিনিয়োগ নয়, জমে উঠা সম্পদের একটা অংশ বিত্তশালীদের ফি–সাবিলিল্লাহ খাতেও ব্যয় করতে হবে। 'প্রতিবেশীকে অভুক্ত রেখে কোন মুসলমান পেট পুরে খেতে পারে না' এই নীতি অনুসারে এবং "করজে হাসানা'র বিধান মতে বিত্তশালীদের হাত থেকে আরও একটা বড় অংশ বিত্তহীনদের হাতে চলে যাবে। এইভাবে খরচের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ, ফি–সাবিলিল্লাহ খাতে খরচ ও করজে হাসানার মাধ্যমে অর্থনৈতিক বৈষম্যের বড় একটা অংশ, ধরা যাক সেটা ১০ ভাগ, কমানো যেতে পারে। প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতি, বিধানগত উপায় এবং দায়িত্বানুভূতির দিকগুলো কাজে লাগিয়ে এইভাবে অর্থনৈতিক বৈষম্য আমরা ৩০ ভাগে নামিয়ে আনতে পারি। ইসলামী সমাজে এ বৈষম্যটুকুও শেষে থাকবে না। হযরত ওসমান (রাঃ)–এর মতো জাহেলী যুগের অনেক ধনী ব্যক্তি ইসলামী সমাজে অবশেষে ধনী থাকতে পারেননি। আবার ইসলামী সমাজে গরীব থাকাও কঠিন। দেখা গেছে মদিনায় প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রে এক সময় জাকাত নেয়ার মত লোক ছিল না। মোট কথা ইসলামী সমাজে ধনী থাকা যেমন কঠিন গরীব থাকাও তেমনি কঠিন। এইভাবেই ইসলাম অত্যন্ত স্বাভাবিক উপায়ে অর্থনৈতিক বঞ্চনামুক্ত এক সুন্দর ও শান্তিময় সমাজের জন্ম দেয়।

উপসংহারে বলতে চাই, মানব জীবন আজ বিশ্ব ইতিহাসের এক ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। তথাকথিত ইউরোপীয় রেনেসাঁ ধর্মের বিকল্প হিসেবে যে

www.pathagar.com

মতবাদগুলোর জন্ম দিয়েছিল তার আজ অবসান ঘটছে। ১৯১৭ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পূর্ব ইউরোপে যে কমিউনিস্ট বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল, যা গোটা দুনিয়াকেই গ্রাস করবে বলে এক সময় মনে হয়েছিল, সেই কমিউনিজম আজ তার স্বভূমিতেই বিধ্বস্ত। কমিউনিজমের যমজ ভাই পুঁজিবাদ অব্যাহত পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হয়েও নিজেকে আজ সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ প্রমাণ করেছে। অন্যদিকে মুসলমানদের পতনের পর উনিবেশবাদের যে কালোছায়া গোটা দুনিয়াকে গ্রাস করেছিল তার রাজনৈতিক রাহুগ্রাস থেকে পৃথিবী আজ মুক্ত। উপনিবেশবাদের প্রতিভূ হিসেবে দুই পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বাধীন দুই জোটের ভাগ করে খাওয়ার ঠান্ডা যুদ্ধ পৃথিবীকে যন্ত্রণা দিয়ে এসেছে চারদশক ধরে। কিন্তু কমিউনিস্ট পরাশক্তি হিসেবে সোভিযেত ইউনিয়নের পতন এই ঠান্ডা যুদ্ধেরও আজ অবসান ঘটিয়েছে। মস্কোসহ পশ্চিমী শক্তিগুলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে আজ এককভাবে লাঠি ঘুরাচ্ছে দুনিয়ায়। তাদের লাঠি ধরা হাতে শক্তি আছে বটে, কিন্তু মাথা তাদের শূন্য, হৃদয় তাদের দেউলিয়া। কোন আদর্শের যৌক্তিক কোন বুনিয়াদ তাদের জীবনে আজ নেই। তারা যে উদার নৈতিক গণতন্ত্র ও মুক্ত অর্থ নীতির শ্লোগান দেয়, তাকে নিদেনপক্ষে সরকার ব্যবস্থা ও অর্থ ব্যবস্থার কাঠামো বলা যেতে পারে, জীবন নিয়ন্ত্রণকারী সার্বিক কোন আদর্শ তা নয়।

অতএব মুসলমানদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পতনের পর পশ্চিমা যে মতবাদগুলো ইসলামের স্থান দখল করতে চেয়েছিল, সে সব মতবাদ আজ ব্যর্থতা বরণ করে পেছনে হটে যাচ্ছে। আজ আদর্শের ময়দান প্রকৃত অর্থে শূন্য। মহানবী (সঃ)-এর আদর্শের বিশ্বব্যাপী উত্থান আজ সময়ের ব্যাপার মাত্র। 'মৌলবাদ', 'মধ্যযুগীয়' ইত্যাদি বলে এর দিক থেকে কেউ চোখ বন্ধ করে রাখতে পারেন, তাতে এই বাস্তবতার কোন ব্যত্যয় ঘটবে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের H. Haddad-এর মত খৃষ্টান চিন্তাবিদ পর্যন্ত আজ স্বীকার করছেন, 'Thus Islam is posited as the only viable vision of a better world order. This (Islamic) religious literature is modern in idiom as well content, it takes the twentieth century seriously. Those who denigrate reivalists and relegate them to the Dark Ages, the Middle Ages or the seventh century are, at best completely, mising the dynamics of the relevance of religion for modern life, or at worst, purposefully

www.pathagar.com

ignorng the new developments in the content and meaning of various Islamic doctrins." (Islamic Awakening' in Egypt, ASQ, Volume 9, Number 3; page 255) অর্থাৎ 'এইভাবে ইসলাম উৎকৃষ্টতর একক এক বিশ্ব ব্যবস্থার আস্থাশীল রূপরেখা হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। ইসলামী সাহিত্য ভাষা এবং বিষয় সবদিক থেকেই আধুনিক যা সাংঘাতিকভাবে বিশ শতকের। যারা ইসলামী পুনর্জাগরণবাদীদের গাল দেয় এবং তাদেরকে অন্ধকার যুগ, মধ্যযুগ অথবা সপ্তম শতকের মানুষ বলে অভিহিত করে, তারা আধুনিক জীবনে ধর্মের সাজুয্যতা ধরতে সম্পূর্ণভাবেই ব্যর্থ হন অথবা ইসলামের বিভিন্ন মতবাদের অর্থ ও বিষয়ে যে উৎকর্ষতা এসেছে তা উদ্দেশ্যমূলকভাবেই উপেক্ষা করেন।'

সন্দেহ নেই ইসলামের সত্য এইভাবে সূর্যের মত সকলের কাছে দেদীপ্যমান হয়ে উঠছে। ধীরে ধীরে উট পাখিদেরও চোখ খুলবে, কুম্ভকর্ণদেরও ঘুম ভাঙবে। শুধু ইসলামী দুনিয়া নয়, বিশ্বের সব স্থানে সব প্রান্তেই ইসলামী জীবন-রেনেসাঁ এক প্রচন্ড গতির বিকাশমান শক্তি হিসাবে আসন গাড়ছে। Robin Wright তার 'The Islamic Resurgence : A New Phase' শীর্ষক নিবন্ধে বলেছেন, "Muslim activism in politics is only one aspect of what is a world wide phenomenon. But because of its inherent mixture of religion and politics, Islam could well become one of the world's strongest ideological forces in the late twentieth century." মিঃ রবিন রাইট এখানে বিশ্বব্যাপী ইসলামের উত্থানকে আজকের স্বাভাবিক বিশ্ব প্রবণতার অংশ বলে উল্লেখ করেছেন। সেই সাথে স্বীকার করেছেন, ইসলামের এই উত্থান ঘটেছে তার ধর্ম ও রাজনীতির স্বাভাবিক ও অবিমিশ্র মতবাদিক শক্তির কারণেই। এই শক্তিই ইসলামের প্রাণ এবং এই ক্ষেত্রে ইসলামের কোন প্রতিদ্বন্দ্বী দুনিয়াতে নেই। এ কথাও তাদেরই স্বীকৃতি থেকে আসছে। ইসলামের এই অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিই একদিন জগৎ জয় করবে, যাত্রা যার শুরু হয়েছে। বিশ্ব অপেক্ষা করছে সে, শুভ দিনের।

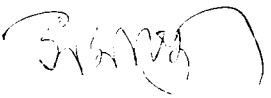

www.pathagar.com

www.pathagar.com